ব্রি ধান১০১

সমৃদ্ধির জন্য ধান

বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট (ব্রি), ফ্যাক্ট শীটঃ বোরো ধানের জাত

জাত পরিচিতি

বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট (ব্রি) কর্তৃক উদ্ভাবিত ব্যাকটেরিয়াজনিত পোড়া রোগ প্রতিরোধী আধুনিক বোরো ধানের প্রথম জাত ব্রি ধান১০১। এর কৌলিক সারি BR8938-19-4-3-1-1-P2-HR3। উক্ত কৌলিক সারিটি বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউটে ধানের ব্যাকটেরিয়াজনিত পোড়া রোগ প্রতিরোধী জাত IRBB60 এবং বোরো মওসুমের জনপ্রিয় জাত BRRI dhan29 এর সাথে বোরো ২০০৭-০৮ সালে সংকরায়ণ করে বংশানুক্রম সিলেকশন (Pedigree selection) এর মাধ্যমে উদ্ভাবিত। ২০১৬-১৭ সালে গবেষণা মাঠে আঞ্চলিক উপযোগিতায় সন্তোষজনক ফলাফল পাওয়ার পর ২০১৭-১৮ এবং পরবর্তীতে ২০১৯-২০ সালে বোরো মওসুমে দেশের বিভিন্ন এলাকায় কৃষকের মাঠে আঞ্চলিক উপযোগিতা যাচাই এবং ২০২০-২১ সালে কৌলিক সারিটি বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সির তত্ত্বাবধানে বাংলাদেশের ১০(দশ)টি এলাকায় কৃষকের মাঠে মূল্যায়ন করা হয়। উক্ত মূল্যায়ন পরীক্ষায় সন্তোষজনক হওয়ায় কৌলিক সারিটি বোরো মওসুমের ব্যাকটেরিয়াজনিত পোড়া রোগ প্রতিরোধী জাত হিসাবে চূড়ান্তভাবে ছাড়করণ করা হয়।

জাতের বৈশিষ্ট্য

- আধুনিক উফশী ধানের সকল বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান।
- ডিগ পাতা খাড়া, প্রশস্ত ও লম্বা এবং পাতার রং গাঢ় সবুজ।
- পূর্ণ বয়স্ক গাছের গড় উচ্চতা ১১০ সে.মি.।
- এ জাতের প্রধান বৈশিষ্ট্য ব্যাকটেরিয়াজনিত পোড়া রোগ প্রতিরোধী। এতে ব্যাকটেরিয়াজনিত পোড়া রোগ প্রতিরোধী প্রকট জিন (gene) *Xa21, Xa7, Xa4* বিদ্যমান এবং কৃত্রিমভাবে জীবাণু ইনোকুলেশনের ক্ষেত্রে এটি উচ্চ মাত্রার রোগ প্রতিরোধ সক্ষমতা (স্কোর-১) প্রদর্শন করেছে।
- ধানের দানার রং সোনালী বর্ণের এবং লম্বা চিকন।
- ১০০০টি পুষ্ট ধানের ওজন ২৩.১ গ্রাম।
- চালের আকার আকৃতি লম্বা চিকন এবং রং সাদা।
- চালে অ্যামাইলোজ ২৫.০% এবং প্রোটিন ৯.৮%।
- ভাত ঝরঝরে এবং খেতে সুস্বাদু।

ব্রি ধান১০১

এ জাতের বিশেষ প্রয়োজনীয়তা

এ জাতের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো ব্যাকটেরিয়াজনিত পোড়া রোগ প্রতিরোধী, ফলে মাঠ সবসময় পরিচ্ছন্ন ও আকর্ষনীয় মনে হয়। যেসব এলাকায় ব্যাকটেরিয়াজনিত পোড়া রোগের প্রাদুর্ভাব পরিলক্ষিত হয় সেসব এলাকায় এ জাতটি চাষাবাদের জন্য বিশেষভাবে উপযোগী। ব্রি ধান১০১ এর জীবনকাল বোরো মওসুমের জনপ্রিয় জাত ব্রি ধান২৮ এবং ব্রি ধান৫৮ এর মাঝামাঝি বিধায় উভয় জাত এর চাষাবাদ এলাকায় জাতটি জনপ্রিয়তা পাবে বলে আশা করা যায়।

জীবনকাল: এ জাতের জীবনকাল অঞ্চলভেদে ১৩৫-১৫২ দিন। গড় জীবনকাল ১৪২ দিন।

ফলন: ব্রি ধান১০১ এর গড় ফলন হেক্টর প্রতি ৭.৭২ টন, তবে উপযুক্ত পরিচর্যা পেলে ফলন হেক্টর প্রতি ৮.৯৯ টন পর্যন্ত পাওয়া যায়।

চাষাবাদ পদ্ধতি

ব্রি ধান১০১ এ চাষাবাদ পদ্ধতি এবং সারের মাত্রা অন্যান্য উফশী জাতের মতই।

১. **বীজ তলায় বীজ বপন:** ০১-১৫ অগ্রাহায়ণ পর্যন্ত অর্থাৎ (১৫ নভেম্বর-২১ নভেম্বর)।
২. **চারার বয়স:** ৩৫-৪০ দিন।
৩. **রোপণ দুরত্ব:** ২০ সে.মি × ১৫ সে.মি
৪. **চারার সংখ্যা:** গোছা প্রতি ২-৩টি।
৫. **সার ব্যবস্থাপনা (কেজি/বিঘা):** সারের মাত্রা অন্যান্য উফশী জাতের মতই।

৫.১ ইউরিয়া	টিএসপি/ডিএপি	এমওপি	জিপসাম	জিংক
৩৬	১৩	১৬	১৩	১.৫

৫.২ সর্বশেষ জমি চাষের সময় সবটুকু টিএসপি/ডিএপি, এমপি, জিপসাম এবং জিঙ্ক সালফেট একসাথে প্রয়োগ করা উচিত। ইউরিয়া সার সমান তিন কিস্তিতে যথা রোপণের ১০-১৫ দিন পর ১ম কিস্তি, ২৫-৩০ দিন পর ২য় কিস্তি এবং ৪০-৪৫ দিন পর ৩য় কিস্তি প্রয়োগ করতে হবে। জিঙ্কের অভাব পরিলক্ষিত হলে জিঙ্ক সালফেট এবং সালফারের অভাব পরিলক্ষিত হলে জিপসাম ইউরিয়ার মত উপরি প্রয়োগ করতে হবে।

আরো তথ্যের জন্য ঃ
পরিচালক (গবেষণা), ব্রি। ই-মেইলঃ dr@brri.gov.bd

বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট (ব্রি), ফ্যাক্ট শীটঃ বোরো ধানের জাত

৬. রোগ বালাই ও পোকামাকড় দমন: ব্রি ধান১০১ এ রোগ বালাই ও পোকামাকড়ের আক্রমণ প্রচলিত জাতের চেয়ে অনেক কম হয়। এ জাতটি ব্যাকটেরিয়াজনিত পোড়া রোগ প্রতিরোধী, তবে অন্যান্য রোগবালাই ও পোকা মাকড়ের আক্রমণ দেখা দিলে সমন্বিত বালাই দমন ব্যবস্থাপনা প্রয়োগ করা উচিত।

৭. আগাছা দমন: চারা রোপণের পর অন্তত ৩০-৪০ দিন জমি আগাছামুক্ত রাখতে হবে।

৮. সেচ ব্যবস্থাপনা: রোপণের পর থেকে দুধ আসা পর্যায় পর্যন্ত জমিতে যথেষ্ট পরিমানে রস থাকা প্রয়োজন। এ সময় খরা দেখা দিলে সম্পূরক সেচ দিতে হবে।

৯. ফসল কাটা: ধান কাটার উপযুক্ত সময় হলো ০১ - ১৫ বৈশাখ (১৪ - ২৮ এপ্রিল)। শীষের শতকরা ৮০ ভাগ ধান পরিপক্ক এবং অবশিষ্ট ২০ ভাগ ধান অর্ধ-স্বচ্ছ এবং অর্ধ-পরিপক্ক হলে দেরী না করে ধান কেটে ফেলা উচিত।

আরো তথ্যের জন্য ঃ
পরিচালক (গবেষণা), ব্রি। ই-মেইলঃ dr@brri.gov.bd